কমিউনিজমের জন্য

কমিউনিজম–মজুরি দাসত্বের সমাপ্তি। সুতরাং, কমিউনিজম বিজয়ে দুনিয়ার মজুরি দাসদের ঐক্য হচ্ছে প্রথম শর্ত। তাই, দুনিয়ার মজুরি দাসদের একতাবদ্ধকরণে মজুরি দাসদের একটি পার্টি আবশ্যকীয়ভাবে আবশ্যক। স্বাভাবিকভাবেই, কমিউনিজমের মাধ্যমে মজুরি দাসত্বে প্রতিস্থাপনে একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের জন্য এই পার্টি – একটি বৈশ্বিক পার্টি।

সমাজতন্ত্রী বা কমিউনিস্ট হিসাবে নিজেদের দাবীমতো শত শত পার্টি পৃথিবীতে আছে কিন্তু তারা হয় জাতীয় গণতান্ত্রিক, নয়া–জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব অথবা নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কব্জা করার চেষ্টা করছে। কিন্তু পৃথিবীর শাসক হচ্ছে একজন এবং তা হচ্ছে সর্বাধিক ক্ষমতাধর আই এম এফ। যদিচ, সকল ধরণের গণতন্ত্রী ও উপরোধৃত পার্টিগুলোর তথাকথিত জাতীয় মুক্তির রাজনীতির দ্বারা রাষ্ট্রের সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছে কিন্তু পৃথিবীর অর্থনীতি অর্থাৎ পুঁজিতন্ত্রী অর্থনীতি নির্দেশায়িত, নিয়ন্ত্রিত, সংরক্ষিত ও সেবায়িত হচ্ছে আই এম এফ কর্তৃক।

সুতরাং, এমনকি, করনীতিসমূহ স্থির ও নির্ধারণের স্বাধীনতা কোনো রাষ্ট্রের নাই। অত:পর, এমনকি, রাষ্ট্রের কার্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ আয় ও ব্যয়ে করতে স্বাধীন নয় সরকার ।তবে, রাষ্ট্রের আইন, সংবিধান যাহাই থাকুক না কেন, তা আই এম এফের নীতিগুচ্ছ বাস্তবায়ন করতে অনুমোদন করে কি না তা বিবেচ্য বিষয় বিষয় নয়, কার্যত এই নীতিগুচ্ছ বাস্তবায়নে রাষ্ট্র বাধ্য। তবে, ইহা সম্পূর্ণত জেনেই, যে অনেক রাষ্ট্রের অনেক আইন ও সংবিধানে এই নীতিগুচ্ছ বাস্তবায়ন করাটা কেবল নিষিদ্ধ নয়, বরং অপরাধও বটে। সুতরাং, আই এম এফ দুনিয়ার পুঁজির স্বার্থে, আর্থিক বিষয়াদি সম্পর্কিত যে কোনো কার্যাদি সাধনে দুনিয়ার অর্থনীতির কেবলমাত্র একটি কেন্দ্রীয় ও সিংগেল কর্তৃত্বই নয়, বরং ইহার চুক্তিপত্র মোতাবেক দায়মুক্তি দ্বারা ইহা সংরক্ষিত। অত:পর, আই এম এফের শাসনাধীনে রাষ্ট্রসমূহ হচ্ছে মৃত, সুতরাং জাতীয় রাষ্ট্র হচ্ছে মৃত। কিন্তু, শ্রমিকদের দুর্দশা বাড়ছে। এবং , জাতীয় স্বাধীনতা সম্পূর্ণত অসম্ভব, কারণ, ক্যাপিট্যালিজমের বৈশ্বিক জালের অধীনে সকল জাতি অন্যোন্যনির্ভর। উপরন্ত ,দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির আন্দোলনের মাধ্যমে জাতিয়তা অপসৃত হবে।

মন্দা,যা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ তা পরিহারে,আই এম এফ প্রতিষ্ঠা করেছিল বিজয়ীরা; এবং ইহার তিন মূল প্রতিষ্ঠাতাদের একজন ছিলেন 'গ্রেট' লেনিনবাদী

নেতা মি:ষ্ট্যালিন। বৈশ্বিক শৃংখলার পুঁজিতন্ত্র প্রতিস্থানে একটি কমিউনিস্ট বিপ্লব, যা স্থানীয়ও নয়, জাতীয়ও নয় বরং বৈশ্বিক, এবং ইহা হচ্ছে দুনিয়ার শ্রম শক্তি ক্রেতা-বিক্রেতার বিরোধের শীর্ষবিন্দু, তাই বস্তুতপক্ষে, ইহা হচ্ছে পুঁজিপতি শ্রেণীর চাপিয়ে দেওয়া একটি বিশ্ব যুদ্ধ, তবে সমাপ্তি ঘটবে যুদ্ধের,অত:পর, একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের জন্য শ্রমিক শ্রেণীর একটি পার্টি কখনো ছিল না- লেনিনের নেতৃত্বাধীন বলশেভিক পার্টি, যা প্রতিষ্ঠা করেছিল রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের একটি রাষ্ট্র - ইউ এস এস আর । সুতরাং, কমিউনিস্ট পার্টি ছিল না, ছিল না কমিউনিস্ট বিপ্লব, কাজেই,উৎপাদন উপায়ের সাধারণ মালিকানা ছিল না, অত:পর, সমাজতন্ত্র ছিল না, বরং ছিল লেনিনবাদী রাষ্ট্র ও লেনিনবাদী সমাজতন্ত্র, যা কিছুই না বরং ক্ষয়িত পুঁজিতন্ত্রের আশ্রয়স্থল। যদিচ, লেনিনবাদের রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্র অবক্ষয়িত পুঁজিতন্ত্রকে সংরক্ষণ করতে সক্ষম হয়নি, যা ইহার অস্তিত্বের শর্তে নিজের ধ্বংসের সকল খুঁটি ও হাতিয়াদি তৈরী করছে। সুতরাং, স্বয়ং শর্তের হেতুবাদে ইউ এস এস আর টিকে থাকেনি।

অত:পর, পুঁজিতন্ত্রী সম্পত্তিকে সাধারণ অর্থাৎ উৎপাদনের উপকরণের সমাজ/কমিউনের মালিকানা দ্বারা মরণাপন্ন পুঁজিতন্ত্রকে প্রতিস্থাপনে একটি কমিউনিস্ট বিপ্লব ব্যতীত অন্য অপশন নাই। এবং ,ইহা খুবই প্রয়োজনীয়। কারণ, মন্দার সকল প্রকারের খারাপ প্রভাব সমেত ইহার পুনরাবৃত্ত থেকে ইহা মুক্ত নয় পুঁজিতন্ত্র, তাই, ইহা দ্বারা উৎপাদিত উৎপাদন ও বিনিময়ের উপায়ের যথার্থ ব্যবহারের ক্ষমতাও পুঁজিতন্ত্রের আর নাই। কিন্তু, মরণাপন্ন পুঁজিতন্ত্রের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় উচ্চ হারে ক্রমাগত বেড়েই চলছে। উপরন্ত, পুনরাবৃত্ত মন্দায় ব্যক্তিগত মালিকানা খোয়ানো ছাড়া বর্ধিতকরণের মাধ্যমে সমাজের বিকাশ ঘটানোর ক্ষমতা পুঁজিপতি শ্রেণীর নাই, যদিও পুঁজির আয়তন বাড়ছে।

এক বিশাল ব্যয়ের নির্বাহীসমেত ৭৭,০০০ বেশী বহুজাতিক কোম্পানী আছে, কিন্তু তন্মধ্যে ৫০০ টি বিশ্বের শতকরা সত্তর ভাগের বেশী ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। মোট প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের ৫০% এর মালিকানা হচ্ছে সকল মাল্টিন্যশনালের ১% এর । পুঁজিপতি শ্রেণীর এক বিশাল অংশ তাদের নিজ শেয়ারের সুদ গ্রহণ করা ব্যতীত দুনিয়ার অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মে ইহা কতোটা মাত্রায় অপ্রয়োজনীয় তা প্রমাণ করার জন্য আর বেশী কোনো তথ্য উপাত্ত প্রয়োজনীয় নয়। যদিও ২০০৫ সালে দুনিয়ার মিলিনিয়ারের সংখ্যা ছিল ৮.৭ মিলিয়ন।

দুনিয়ার অর্থনেতিক কার্যাদির নিরংকুশ অংশ ব্যবস্থাপিত হচ্ছে কর্মচারী দ্বারা। তদুপরি, ১৮৮ দেশ নিয়ে এক মহাশক্তিধর সংগঠন, ইহার ৳ ৪৭৬. ৮ বিলিয়ন এস ডি

আর সমেত কর্মচারী দ্বারা পরিচালিত আই এম এফের শাসনাধীনে হচ্ছে বিশ্বের সমগ্র অর্থনীতি। বস্তুত, পুঁজিতন্ত্রের সৃষ্ট সম্পদ ধারণে খুবই সংকীর্ণ অবস্থার ব্যক্তিমালিকানা এইসব করপোরেট হাউসগুলো দ্বারা সংকীর্ণতরো হচ্ছে , যদিচ এইগুলি, উৎপাদন ও বিনিময়ের উপকরণের সামাজিকীকরণের পক্ষে নয়। পুঁজিপতি শ্রেণী ব্যক্তিমালিকানা সংরক্ষার জন্য , উৎপাদন ও বিনিময়ের উপায়ের সামাজিকীকরণ, যা ইহাদের যথার্থ ভূমিকার জন্য উপযুক্ত তা অস্বীকার করছে।কাজেই, তারা প্রতিক্রিয়াশীল, কারণ ইতিহাসের চাকাকে তারা পেছনে ঘুরানোর চেষ্টা করে। অত:পর, প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণী কেবলমাত্র অপ্রয়োজনীয় নয়, বরং, ইহা সমাজ বিকাশ ও অগ্রগতিতে ভয়ংকর প্রতিবন্ধক। এইভাবে, এমনকি, পুঁজিতন্ত্রের ব্যবস্থাপনা ব্যয় বাড়ছে। সুতরাং, শ্রমিকদের দুর্ভোগ বাড়ছে।

উল্লেখ্যনীয়, পুঁজিতন্ত্র হচ্ছে নিশ্চিত অনিশ্চয়তার একটি সমাজ, এবং এটি হচ্ছে- শোষণ, দুর্নীতি, মিথ্যা, প্রতারণা, জালিয়াতি, ভন্ডামি, অবিশ্বাস, সন্দেহ, প্রতিযোগিতা, বিরোধ, দারিদ্র্য, দুর্দশা, মর্যাদাহানি,হতাশা, বিষাদ, চুক্তিভংগ, হিংস্রতা, বিশৃংখলা, নৈরাজ্য, সন্ত্রাস, আতংক,ঘৃণা, অপরাধ, শাস্তি, হত্যা, দাংগা, যুদ্ধ এবং অশান্তির প্রডিউসার, সমর্থক , রক্ষক ও সংরক্ষক, সুতরাং, এটি হচ্ছে সকল জঘন্য ক্রিয়াদি ও মন্দ জিনিষের একটি ভান্ডার, কাজেই, এটি একটি নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত সমাজ নয়, সুতরাং, পুঁজিতন্ত্রে কেহই সন্দেহ, ভয়, শংকা, ভীতি, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা হতে মুক্ত নয়। সুতরাং, এটি হচ্ছে খুবই অপচয়িত সমাজ, তাই অগ্রগতির জন্য উপযুক্ত নয়। যদিচ, যে সামন্ত সমাজ হতে ইহা উত্থিত হয়েছিল, এবং তারপর ইহা দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে নতুনভাবে জন্ম নেওয়া উৎপাদন উপায়, যা যথাযথভাবে ব্যবহারে অনোপযুক্ত ছিল যে পুরনো সামাজিক শর্ত তার সাথে নতুন উৎপাদন উপকরণের বিরোধের হেতুবাদে পুরনোর চেয়ে অনেক প্রাগ্রসর, উন্নত ও আলোকিত; অতঃপর, নতুন ও নতুনতর উৎপাদন উপায়ের যথাযথ ও যথোপযুক্ত ব্যাবহারে উপযুক্ত একটি নতুন সমাজ ছিল একটি ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা। কাজেই, উৎপাদনের নতুন উপকরণ, অর্থাৎ আধুনিক হাতিয়ারাদির মালিক বিপ্লবী পুঁজিপতি শ্রেণীর সহিত প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ত শ্রেণীর বিরোধের পরিণতি হচ্ছে পুঁজিতন্ত্রী সমাজ।

সুতরাং,সমাজ পরিবর্তনের কারণ হচ্ছে বিদ্যমান সামাজিক সম্পর্কের বিরুদ্ধে উৎপাদন উপায়ের বিদ্রোহ, অর্থাৎ নতুন ও নতুনতরো উৎপাদন উপকরণের যথাযথ ও যথোপযুক্ত ব্যাবহার সাধনের জন্য একটি নতুন সমাজ হচ্ছে এক ঐতিহাসিক

প্রয়োজনীয়তা। এবং উহা হচ্ছে সমাজ পরিবর্তনের নিয়ম বা বিধান । অত:পর,সমাজ পরিবর্তনের এই নিয়ম হতে পুঁজিতন্ত্রী সমাজ মুক্ত নয়। কারণ, পুনরুৎপাদন ও উৎপাদনের যন্ত্রপাতির অবিরাম বৈপ্লবীকরণ ব্যতীত পুঁজিপতি শ্রেণী টিকতে পারে না; তাই, পুনরাবৃত্ত মন্দা হচ্ছে পুঁজিতন্ত্রের অপরিহারযোগ্য স্বীয় কর্মের ফল। অপরিহারযোগ্য মন্দা, অর্থাৎ পুঁজিতন্ত্রী সংকটের একমাত্র সমাধান হচ্ছে উৎপাদন উপায়ের সামাজিকীকরণ, যা হচ্ছে পুঁজিতন্ত্রের ঐতিহাসিক পরিণতি, কিন্তু তা পরিহারে, মন্দা মোকাবেলায় চরম প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণী মিলিনয় মিলিয়ন মানুষ হত্যা এবং বহু জিনিষ ধ্বংস করতে দুইটি বিশ্বযুদ্ধ সমেত যুদ্ধাদি করতে দ্বিধান্বিত হয়নি।

কিন্তু ব্যর্থ, তাই, বর্তমান মন্দা তার অনেক অনেক উদ্ভট ও বিরূপ ফলাফল সমেত চলমান, যাতে পুঁজি হারিয়ে, এমনকি দেউলিয়া হওয়ার হেতুবাদে শ্রমিক শ্রেণীতে নিপতীত পুঁজিপতি সমেত জনগণের দুর্ভোগ বাড়ছে, তদান্তরে কর্মচ্যুতি বা হ্রাসকৃত মজুরি হার অথচ, দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় প্রভৃতি জিনিষপত্রের জন্য উচ্চ দাম পরিশোধ ইত্যকার কারণে শ্রমিকদের দুর্ভোগ অনির্ণেয়।

যদিচ, প্রতিযোগিতায় অক্ষমতা হেতু দুর্বল ও প্রতিদ্বন্দ্বি পুঁজিপতিকে পরাজিত করার অনুকুল সুযোগ-সুবিধাদি গ্রহণ করে, তদুপরি,নিজেদের পণ্য চড়া দামে বিক্রি ও যথোটা মাত্রায় সম্ভব সস্তা দামে শ্রম শক্তি ক্রয়ে শ্রম-বাজার পর্যন্ত, স্ব-পক্ষে ব্যবহারের সকল ব্যবস্থাদি কাজে লাগিয়ে কিছু কিছু পুঁজিপতি অধিকতর ধনী হচ্ছে।

কিন্তু, তৎসত্ত্বেও , চরম প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণী ইহার অদৃশ্যায়ন, যা অপরিহারযোগ্য তা কবুল করতে রাজী নয় ; তাই, বৈশ্বিক সংগঠনসমূহ এবং এদের নীতিগুচ্ছ সমর্থন ও বাস্তবায়নে নানান বৈশ্বিক এন জি ও প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও কার্যাবলী কমিয়ে রাষ্ট্র সমেত তাদের সৃষ্টিসমূহ ডিফ্যানক্ট করতে দ্বিধাবোধ করেনি। ধর্ম, যা ছিল দাসদেরকে দমনের জন্য প্রভুদের রাজনীতি, কিন্তু বিপ্লবী পুঁজিপতি শ্রেণী কর্তৃক পরাজিত ও প্রতিস্থাপিত হয়েছিল গণতন্ত্রের শর্তাধীন - ইহলৌকিকতার রাজনীতি দ্বারা , অথচ এই হচ্ছে নির্লজ্জ পুঁজিপতি শ্রেণী যে অবক্ষয়িত পুঁজিতন্ত্র রক্ষায় পূর্বাহ্নেই আশ্রয় নিয়েছে ধর্মের নিকট।

অতঃপর, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা সমেত অনেক সহযোগি গ্লোবাল সংগঠন সহ আই এম এফ সৃষ্টি করেছে তারা। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কার্যাবেক্ষণ ও প্রশাসনে সমগ্র ধরিত্রীতে পুঁজি ও পণ্য অবাধে চলা-ফেরা করবে। এবং, পুঁজিতন্ত্রী নেতারা ইহাকে "বিশ্বায়ন" হিসাবে আখ্যায়িত করছেন। তদানুযায়ী, আই এম এফের শাসনাধীনে, চরম

প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণী, যে চালু করেছিল গণতন্ত্র ও ইহলৌকিকতা, তা নয় বরং অনুশীলন করছে ধর্মীয় মৌলবাদ সহ স্বৈরতন্ত্র।

কিন্তু, তথাকথিত 'সমাজতন্ত্রী' বা ' কমিউনিস্ট' পার্টিগুলো হয় স্থানীয় বা জাতীয়; এবং এসবগুলো কেবলমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি নয়। তাই, কেবলমাত্র এই হেতুবাদেই একটিও কমিউনিস্ট পার্টি নয়। কিঞ্চিত ব্যতিক্রমী ব্যতীত, এই সবগুলো পার্টিই লেনিনবাদী ক্যাম্পের। কিন্তু, মার্কস ও এ্যাংগেলস কর্তৃক আবিস্কৃত, সূত্রায়িত ও ব্যাখ্যাত সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের দূষণ ছাড়া লেনিনবাদ আর কিছুই না। অত:পর, একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের জন্য কমিউনিস্ট নয় বরং এগুলি লেনিনবাদী পার্টি। এবং, শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির জন্য উপযুক্ত কার্যাদি সম্পাদনে ব্যাতিক্রমী পার্টিগুলোও তাদের ভুল তাত্ত্বিক অবস্থান হেতু ভুল অনুশীলনের কারণে কার্যকরী নয়।

অতঃপর, কমিউনিজমের জন্য একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের নিমিত্তে একটি কমিউনিস্ট পার্টি নাই। কিন্তু, কমিউনিস্ট বিপ্লব হচ্ছে অপরিহারযোগ্য এবং কমিউনিজম হচ্ছে অবশ্যম্ভাবী। কারণ, পুঁজিপতি শ্রেণীকে ভূতলস্তকরণের মাধ্যমে পুঁজিবাদের বিলুপ্তি সাধনে পুঁজিবাদ, নিজেই শ্রমিক শ্রেণী সহ সকল খুঁটি ও হাতিয়ারাদি তৈরী করছে।

কমিউনিজম হচ্ছে একটি সমাজ যাঃ পণ্য উৎপাদন; উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদন; মজুরি শ্রম; পণ্য; পুঁজি; ক্রয়-বিক্রয়; ব্যক্তিগত সম্পত্তি; উত্তরাধিকারের সকল প্রকার আধিকার; শোষণ; প্রভুত্ব ও দাসত্ব; শ্রেণী ও শ্রেণী শাসন; শ্রেণী বৈরীতা ও শ্রেণী বিরোধ; শ্রেণী সংগ্রাম; মিথ ও ম্যাইথলোজি বা ধর্ম; জাতীয়তা;নৃতাত্ত্বিকতা;বর্ণ;বংশ;অসভ্য ও নির্লজ্জ জেন্ডারবোধ; রাজনীতি; রাজনৈতিক দল; রাষ্ট্র; অস্ত্র ও স্বশস্ত্র বাহিনী এবং কোর্ট সমেত রাষ্ট্র সম্পর্কিত বিষয়; আই এম এফ এবং এন জি ও সমেত সমেত সকল বৈশ্বিক সংগঠন যেগুলো ব্যক্তিমালিকানার স্বার্থে কাজ করছে; সকল প্রথা ও ঐতিহ্য; সকল ধরণের পূঁজা; কাল্টিজম; গ্রেটম্যান অথবা, গ্রেট টিচার অথবা গ্রেট লিডার; বীর;গড়পড়তা জনতা; মূঢ়তা; অন্ধত্ব; অন্ধ বিশ্বাস; দারিদ্রতা; ভগ্ন স্বাস্থ্য; অকাল ও অস্বাভাবিক মৃত্যু; ক্ষণস্থায়ী জীবন; ভয়; হিংস্রতা; হত্যা; খুন; চুরি; ডাকাতি; ছিনতাই; অপহরণ; ধর্ষণ অর্থাৎ অসম্মতিতে যৌন ক্রিয়া অথবা বলপূর্বক মিলন; নিপীড়ন; অপরের জন্য ক্ষতিকর ক্রিয়া; অপরাধ; সাজা; মানব জাতির মধ্যে বৈরীতা, দ্বন্দ্ব ও সংঘাত; দাংগা ও যুদ্ধ; অনিশ্চয়তা; উদ্বেগ; মিথ্যা,ভুয়া ও ভুয়ামি; জালিয়াতি ও প্রতারণা; বিকৃতি ও তঞ্চকতা; দুর্নীতি; দোষারূপীকরণ; সংকীর্ণবোধ ও স্ব-কেন্দ্রীকতা; এবং বৈষম্য থেকে মুক্ত।

অত:পর, ভালোবাসার জন্য ভালোবাসার সহিত মিলন সমেত যে কোনো কিছু মুক্ত ও অকপটে সকলে করার মতো একটি মুক্ত সমাজ হচ্ছে কমিউনিজম।সকলের জন্য

সাধারণ সম্পত্তি সমেত ইহা হচ্ছে একটি ভালোবাসাময় ও বৈজ্ঞানিক সমাজ। সুস্বাস্থ্য সমেত প্রকৃতিকে বিজয় করার জন্য ইহা হচ্ছে ভালোবাসা, মমত্ব, শিহরণ, আনন্দ, স্ফূর্তি ও চিরন্তন শান্তি সমেত প্রত্যেকের সম মর্যাদা ও সকল শিশুর জন্য সম সুযোগ-সুবিধাদির জন্য। এটি হচ্ছে চির সবুজদের একটি সমাজ, কাজেই তারা কাজ ও খেলাধূলার জন্য উপযুক্ত। ইহা হচ্ছে সকলের জন্য সকল প্রয়োজনীয় জিনিষগুলো উৎপাদন ও সকল সামাজিক ক্রিয়াদি সমন্বয় ও কমিনিকেট করার জন্য একটি এসোসিয়শন সমেত । তাই, ইহা বৈষম্যমুক্ত। অত:পর, সকলেই একটি সিংগেল মানব সত্ত্বার মুক্ত সদস্য। সুতরাং, সকলের মানবিক জীবন ও মানবিকতার জন্য এটি হচ্ছে একটি মানবিক সত্ত্বার সমাজ।

সুতরাং, কমিউনিজমের জন্য-

(এ) আবশ্যকীয় কমিউনিস্ট আন্দোলন পুনর্নির্মাণে লেনিনবাদ প্রত্যাখ্যান করা অপরিহার্য:

বিজ্ঞান হিসাবে কমিউনিজম নয়, বরং লেনিনবাদ একটি মতাদর্শ হিসাবে " মার্কসবাদ-লেনিনবাদের" পক্ষে । তবে, বিজ্ঞান ও মতাদর্শ এক নয়; এবং মার্কস বিশ্ব সংস্কারক নয়, বরং ছিলেন একজন বিজ্ঞানী, তাই, পুঁজির গোপন রহস্য ও সমাজ পরিবর্তনের নিয়ম আবিস্কারের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান সূত্রায়াতি করেছিলেন। ইহা দাবী করা হয় যে," মার্কসবাদের" সংযোজনী হচ্ছে "লেনিনবাদ"। তবে, কমিউনিস্ট আন্দোলনের জন্য "মার্কসবাদ" নয় বরং আবশ্যকীয় হচ্ছে সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান।

লক্ষণীয়, মূল্য অতঃপর, উদ্বৃত্ত-মূল্য অর্থাৎ পুঁজি হচ্ছে একটি সামাজিক প্রোডাক্ট, তাই, পুঁজি কেবলমাত্র ব্যক্তিগত নয়, অত:পর, পুঁজির ব্যক্তিগত মালিকানা কেবলমাত্র স্ব-বিরোধী নয়, বরং অবৈজ্ঞানিক, তাই, শোষণ ও বৈষম্যের কারণ। পুঁজির গোপন রহস্য আবিস্কারক হিসাবে, বিজ্ঞানী মার্কস " মার্কসবাদী" নয়, বরং ছিলেন বটে একজন কমিউনিস্ট । একজন কমিউনিস্ট হিসাবে তিনি ছিলেন ব্যক্তিমালিকানার বিরুদ্ধে, অত:পর, তিনি কমিউনিজমের বিজ্ঞানের মালিক নন; বরং ইহার মালিকানা হচ্ছে সকলের। সুতরাং, লেনিনবাদ বিষয়ে লেনিনবাদী মোড়লদের দাবী শ্রমিক শ্রেণীকে বিভ্রান্তকরণে একটি ভুয়া চাল বৈ আর কিছুই নয়।

এটা বলা হয় যে, একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রথম প্রতিষ্ঠাকারী ছিলেন লেনিন। কিন্তু, উৎপাদনের উপকরণের রাষ্ট্রিক নয়, সামাজিক মালিকানা হচ্ছে সমাজতন্ত্র, যা শুধু একা এক দেশে সম্ভব নয়। কারণ, একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিতন্ত্রী

সমাজ প্রতিস্থাপন হচ্ছে সমাজতন্ত্র, কিন্তু পুঁজিতন্ত্র জাতীয় নয় বরং একটি বৈশ্বিক সমাজ, অত:পর, কমিউনিস্ট বিপ্লবের পরিসীমা হচ্ছে বৈশ্বিক। সুতরাং, ইহা হচ্ছে মিথ।

বলশেভিক পার্টি জন্মসূত্রেই কমিউনিস্ট বিপ্লবের জন্য শ্রমিক শ্রেণীর একটি পার্টি ছিল না। বরং, বিশ্বাসঘাতক ২য় আন্তর্জাতিকের জাতীয় মুক্তির রাজনৈতিক লাইনের অনুসরণে গঠিত হয়েছিল বলশেভিক পার্টি।সুতরাং, বলশেভিক পার্টি কর্তৃক রাশিয়ায় একটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বানোয়াটি গল্পটি আর কিছুই নয় বরং একটি সামরিক ক্যু। কিন্তু, কমিউনিস্ট বিপ্লব কতিপয় সামরিক সদস্যের এক রাতের কোনো জিনিষ নয়। বরং, ইহা হচ্ছে লক্ষ-লক্ষের কাজ, এবং একদিন বা রাতের বিষয় নয়, বরং ইহা হচ্ছে দুনিয়ার শ্রম শক্তির ক্রেতা-বিক্রেতার বিরোধের শীর্ষবিন্দু, তাই, একটি বিশ্বযুদ্ধ, সুতরাং, দুনিয়ার সকল জঞ্জাল যা মানবিকতার বিরুদ্ধে সকল দুস্কর্মের কারণ, তা ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে দুনিয়ার সর্বাধিক বড় ঘটনা। সুতরাং, কমিউনিস্ট বিপ্লব হচ্ছে কেবলমাত্র দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর কাজ।

স্বশস্ত্র বাহিনী জন্মসূত্রেই, হত্যা, ধ্বংস ও দখলাদি দ্বারা পরজীবি ব্যক্তিদের তথা প্রভুদের স্বশস্ত্র প্রহরী বৈ আর কিছুই না, তাই, ইহা মূল্য উৎপাদক নয়, বরং তাদের বিরুদ্ধে যারা মূল্য উৎপন্ন করে, এবং তা হচ্ছে স্বশস্ত্র বাহিনীর পেশাগত দায়িত্ব ও কাজের অংশ। উল্লেখ্যযোগ্য, লেনিনের সংবিধান এবং তার ও তার শিষ্যদের সরকারের আমলে সেনাকর্তারা ছিলেন খুবই সুবিধাভোগী। কিন্তু রাশিয়ার একটি সামরিক ক্যু এবং স্বশস্ত্র বাহিনীসমূহের কর্তৃত্বপূর্ণ ভূমিকা সমেত চরম স্বৈরতন্ত্রকে খুবই অবৈজ্ঞানিকভাবে " সমাজতান্ত্রিক" বিপ্লব ও সমাজতন্ত্র হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

অতঃপর, কমিউনিস্ট আন্দোলনকে বিবেচনা করার জন্য পিছনে তাকানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কমিউনিস্ট আন্দোলনের জন্য ১৮৪৭ সালে কমিউনিস্ট লীগ গঠিত হয়েছিল। ইহার সৃষ্টি হচ্ছে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো। ঐতিহাসিক নির্দেশণা ও সমাজ পরিবর্তনের জন্য নিয়ম সমেত ক্যাপিট্যালিজম ও কমিউনিজমের কার্য-কারণ সমেত একটি পরিচ্ছন্ন বিশ্লেষণের কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোটি হচ্ছে একটি ছোট্ট বই কিন্তু সু সংজ্ঞায়িত। বস্তুত, এটি ছিল কমিউনিস্ট আন্দোলন ও কমিউনিজমের তাত্ত্বিক ভিত্তির সূত্রায়ন।সুতরাং, এটি ছিল কমিউনিজমের জন্য ঘোষণাপত্র কিন্তু ক্যাপিট্যালিজমের জন্য একটি লিখিত মৃত্যু পরোয়ানা।

কমিউনিস্ট লীগের সক্রিয়দের মধ্যে কমিউনিস্ট বিপ্লব সম্পর্কে দৃষ্টিভংগির ভিন্নতা সমেত কমিউনিস্ট লীগের এক ধরণের সীমাবদ্ধতা ছিল, যদিচ একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের মাধ্যমে একটি কমিউনিস্ট সমাজ জয় ও বিজয় লাভের দ্বারা বৃদ্ধ পুঁজিতন্ত্রী সমাজকে প্রতিস্থাপনের হেতুবাদে দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে একটি শ্রেণী হিসাবে গঠন করে একতাবদ্ধকরণে গঠিত হয়েছিল এটি , কিন্তু আদৌতেই তা একটি বিশ্ব সংগঠন ছিল না । অত:পর, কলোন কোর্টের রায়ের পরে কমিউনিস্ট লীগ টিকে নাই, যা পূর্বেই যথারীতি দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল।

কমিউনিস্ট বিপ্লবের জন্য আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী মানুষদের সমিতি গঠিত হয়েছিল, ১৮৬৪ সালে, যদিও নানান রকম দুর্বলতা ও বিভিন্ন রকম বিরোধ হতে মুক্ত ছিল না এটি। কিন্তু এর মাধ্যমে দুনিয়ার নিদেনপক্ষে নেতৃস্থানীয় দেশগুলোর শ্রমিকেরা কম-বেশ ঐক্যবদ্ধ ছিল। এই সংগঠনের মাধ্যমে বহু আন্দোলন সমন্বিত হয়েছিল। তাই, সাধারণভাবে, সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের ভিত্তিতে কমিউনিস্ট লীগের মাধ্যমে কমিউনিস্ট আন্দোলন শুরু হয়েছিল এবং প্রথম আন্তর্জাতিকের মাধ্যমে পুন:সংগঠিত হয়েছিল। নিঃসন্দেহে, আন্দোলনের মাধ্যমে দুনিয়ার শ্রমিকেরা সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান লাভ করেছিল।

এমন কি, পুঁজিপতি শ্রেণীর বিরুদ্ধে তৎপরতার কারণে নেতৃস্থানীয় দেশগুলোর পুঁজিতন্ত্রী নেতাদের দ্বারা প্রথম আন্তর্জাতিক শত্রু হিসাবে ঘোষিত হয়েছিল। প্যারি কমিউন, ১৮৭১, এর পতনের পর ইউরোপের প্রধানত ফ্রান্স ও জার্মানীর পুঁজিপতি শ্রেণীর দমন-পীড়ন এবং ইহার আন্ত:বিরোধের কারণে প্রথম আন্তর্জাতিক অস্তিত্ব রক্ষায় সক্ষম হয়নি।

প্রথম আন্তর্জাতিকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে জন্মগত প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক গঠিত হয়েছিল। নিশ্চিতভাবে, ইহার জন্মগত অনেক দুর্বলতা ছিল।ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিতন্ত্রের পক্ষে, দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে বিভক্ত ও বিভ্রান্ত করতে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোকে অস্বীকার, বিরোধীতা ও অকেজো, তাই, অকার্যকরণের মাধ্যমে ইহার বিশ্বাসঘাতক নেতৃবৃন্দ, তথা কথিত " জাতি সমূহের স্বয়ং নিয়ন্ত্রণের অধিকার" এর লাইন গ্রহণ করলো ইহার ১৮৯৬ সালের লন্ডন কংগ্রেসে। শেষত, প্রথম বিশ্ব যুদ্ধকালে ইহা স্বয়ং পরিণতিতে লুপ্ত হল।

অতঃপর, কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো চুরি হল ও ধূম্রজালে পড়লো ২য় আন্তর্জাতিকের অফিসিয়াল লিডারদের দ্বারা তাদের লন্ডন কংগ্রেসে । বস্তুত, তারা কমিউনিস্ট আন্দোলনকে ছিনতাই করেছিল, তবে "মার্কসবাদের" পোষাকে আবৃত্ত ছিল। কাজেই, ১৮৯৬ সাল হতে কোনো কমিউনিস্ট আন্দোলন নাই, যদিচ, ২য়

আন্তর্জাতিকের বিশ্বাসঘাতক নেতাদের জাতীয় মুক্তির লাইনের বিরোধীতা করার চেষ্টা করেছিল রোজা-লুক্সেমবার্গ ও তার বন্ধুরা, কিন্তু কমিউনিস্ট আন্দোলনকে বাঁচাতে তারা সফল হয়নি; এবং তাত্ত্বিক ভুল সহ তাদের কিছুটা সীমাবদ্ধতা ছিল। উল্লেখ্যণীয়, এটা খুবই দু:খের বিষয় যে, তারা নৃশংসভাবে খুন হল, ঐ পার্টি দ্বারা যারা কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো চুরিতে নেতৃত্বের ভূমিকায় ছিল এবং পুঁজিতন্ত্রী ও পুঁজিতন্ত্রকে সেবা করতে তারা জার্মানীর রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিল।

লেনিন ও ট্রটস্কি দ্বারা ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ৩য় আন্তর্জাতিক কোনোমতেই কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক ছিল না। কারণ, মূল কারণসমূহের মধ্যে একটি ছিল যে, ইহা কমিউনিস্ট বিপ্লবের জন্য গঠিত হয়নি বা দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধকরণে ইহা শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠন ছিল না বরং ইহা ছিল জাতীয় মুক্তির রাজনীতির পক্ষে ,যা পুঁজিতন্ত্রের বৈশ্বিক জালের নীচে অসম্ভব। নিঃসন্দেহে, পুঁজি-পণ্যের সঞ্চালনের নিমিত্তে পুঁজিপতি শ্রেণীর আন্ত:বিরোধের রাজনীতি বৈ জাতীয় মুক্তির রাজনীতি আর কিছুই না। তাই এই রাজনীতিতে শ্রমিক শ্রেণীর অংশ গ্রহণ করার অর্থ - স্বীয় শ্রেণী স্বার্থ ও শ্রেনী চেতনা ভুলে ও হারিয়ে নিজ শোষকদের সেবা করা বৈ আর কিছুই না। সুতরাং ইহা শ্রমিক শ্রেণীর জন্য স্বয়ং-ঘাতি।

অতঃপর, ইহা সম্পূর্ণভাবে জেনেই তবে, সমাজতন্ত্রী হিসাবে ইহার কাজ ও লেনিনবাদের ন্যায্যতা প্রতিপাদনে বলশেভিক পার্টির উদ্দেশ্যমূলক রূপান্তরণ- সি পি এস ইউ সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের বিকৃতি সাধনে দ্বিধান্বিত হয়নি; এমনকি ইহার বিকৃতির হাত হতে রেহাই পায়নি কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো। ইহা পুরোপুরি জালিয়াতি ও প্রতারণা। সুতরাং, প্রতারক ও জালিয়াত কমিউনিস্ট হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না। কারণ, পুঁজিপতি শ্রেণী কর্তৃক সৃষ্ট ও পৃষ্ঠপোষিত দুষ্কর্মাদি, তাই সকল দুস্কর্মের জন্য দায়ী ব্যক্তিমালিকানা বিলোপ সাধনকারী হচ্ছে কমিউনিস্ট । "প্রলেতারিয়েতের মুক্তির প্রথম শর্তগুলোর একটি হচ্ছে নিদেনপক্ষে নেতৃস্থানীয় দেশগুলোর সম্মিলিত ক্রিয়া।" সমেত কিছু বাক্যও কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর নিজ বাংলা ভার্ষাণ হতে বিলোপ করেছে, ৩য় আন্তর্জাতিকের উপজাত- সি পি আই (এম) । কি ভয়ানক জঞ্জাল!

যদিচ, পুঁজিতন্ত্র মরণাপন্ন অবস্থায়, তবু, ইহার বৈশ্বিক শাসক আই এম এফের দ্বারা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বিরোধ ও বৈরীতা সহ পুঁজিপতি শ্রেণী একতাবদ্ধ। অন্যদিকে, ইউ এস এস আর এবং তার মিত্র রাষ্ট্রগুলো ঐতিহাসিক স্থানে ঠাঁই নিয়েছে যে জন্য তারা উপযুক্ত ছিল । কাজেই, বিশ্বায়নের কারণে লেনিনবাদের দিন গত হয়েছে। তবে বিশ্বায়ন ঠিকঠাকভাবে কাজ করছে না, সুতরাং, মন্দা চলমান। তাই, ইহা

রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের রাষ্ট্র অপেক্ষা শক্তিধর আই এম এফের ব্যর্থতা। তাতে, বিশ্বায়নের সামরিকীকরণ আবশ্যক হবে এবং পুঁজিপতি শ্রেণীর রাজনীতি অতীতের চেয়ে অনেক বেশী স্বৈরতন্ত্রী রূপ নিবে।

বার্ধক্যের সকল জটিলতার দুর্ভোগ এবং প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণীর উন্মত্ততা সহ মরণাপন্ন পুঁজিতন্ত্র তার প্রতিক্রিয়াশীল শাসক শ্রেণী- পুঁজিপতি শ্রেণীর সকল প্রতিক্রিয়াশীল ক্রিয়াকর্মাদি সমেত এখনো টিকে আছে; কারণ, এটি প্রতিস্থাপনে দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণী ঐক্যবদ্ধ নয়। দুনিয়ার শ্রমিকদের বিভাজন ও অনৈক্যের মূল কারণগুলো মধ্যে অন্যতম হচ্ছে লেনিনবাদ। কিন্তু, শ্রমিকদের মুক্তির প্রথম শর্তগুলোর একটি হচ্ছে নিদেনপক্ষে নেতৃস্থানীয় উন্নত দেশগুলোর অর্থাৎ বর্তমানে জি- ৭, এর সম্মিলিত ক্রিয়া এবং দুনিয়ার শ্রমিকদের ঐক্য হচ্ছে প্রথমটি।

শ্রম শক্তির বিক্রেতারা - পুঁজিপতি শ্রেণী বৈ কোনো জাতি বা ধর্ম বা ভাষা অথবা দেশের প্রডোক্ট নয় ।কাজেই, শ্রমিক শ্রেণীর কোনো জাতীয়তা বা দেশ নাই। নিশ্চয়ই, শ্রম শক্তির ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে ক্রয়-বিক্রয়ের একটা সম্পর্কের অধীন। শ্রম শক্তি বিক্রেতারা তাদের শ্রম দ্বারা উৎপন্ন করে মূল্য কিন্তু শ্রম শক্তির জন্য মজুরি প্রদান করে ক্রেতা। অতঃপর, মূল্য ও মজুরির বিয়োগফল হচ্ছে উদ্বৃত্ত-মূল্য, যা অপরিশোধিত শ্রম বৈ কিছুই নয়, তদানুযায়ী, পুঁজিপতি কর্তৃক ইহা হাপিসকৃত এবং উহা হচ্ছে পুঁজি । সুতরাং, অপরিশোধিত শ্রম হচ্ছে পুঁজি। তাই, পুঁজিপতি অর্থাৎ শ্রম শক্তির ক্রেতা হচ্ছে শোষক এবং শ্রম শক্তির বিক্রেতা অর্থাৎ শ্রমিক হচ্ছে শোষিত। কাজেই, শ্রম শক্তির ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্ক হচ্ছে বৈরীতামূলক। তাই, শ্রম শক্তির ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে পুঁজিপতি ও শ্রমিক বৈ কে কোন দেশে বা গোত্রে, বা জেন্ডারে অবস্থান বা বসবাস করে তা গুরুত্ব বহন করে না। অতঃপর, উভয়ের একমাত্র পরিচয় হচ্ছে শ্রম শক্তির ক্রেতা-বিক্রেতা। সুতরাং, তাদের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ নয়।

সুতরাং, শ্রমিকের কোনো সুযোগ নাই,তথাকথিত জাতীয় পুঁজিপতি শ্রেণীর কথিত জাতীয় মুক্তির রাজনীতি জন্য সাহায্য -সহযোগিতা করার, অথবা, কেবলমাত্র নিজেদের স্বার্থ জলাঞ্জলি দেওয়া ছাড়া পুঁজিতন্ত্রী স্বার্থে আন্তঃবিরোধে লিপ্ত পুঁজিপতি শ্রেণীর প্রতিদ্বন্দ্বীদের কোনো সেকসন বা অংশের সহিত শ্রমিকেরা অংশ নিতে পারে না; সুতরাং, শ্রমিকদের এই ধরণের কার্যাদি বস্তুত তাদের জন্য স্বয়ংঘাতি। তবে, পুঁজিতন্ত্রী স্বার্থে "রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্র" ও তথা-কথিত " জাতিসমূহের স্বয়ং নিয়ন্ত্রণের অধিকার" এর লাইন অনুশীলন করা ছাড়া লেনিনবাদ আর কিছুই না। সুতরাং, শ্রমিক শ্রেণীর জন্য খুবই বিপজ্জনক ও বিষাক্ত বিষয় হচ্ছে লেনিনবাদ।

স্মরণযোগ্য, পুঁজিতন্ত্রের বৈশ্বিক জালের নীচে, সকল জাতি হচ্ছে অন্যোন্য-নির্ভরশীল, তাই, কোনো জাতির মুক্তির কোনো সুযোগ নাই, এবং সেজন্য, জাতীয় মুক্তির জন্য লড়াই করাটা একটা ডাহা মিথ্যা ও বিভ্রম। বস্তুত,পুঁজির স্বার্থে কলোনিয়াল শাসকদের সৃষ্টি হচ্ছে পুঁজিপতি শ্রেণীর নেটিভ বা স্থানীয় অংশ,এবং সত্যি হচ্ছে যে, উপনিবেশ বিজয়কালীন তথাকথিত দেশপ্রেমিক বা জাতীয়তাবাদী পুঁজিপতিদের প্রথম প্রজন্ম সাম্রাজ্যবাদীদের সেবা ও দালালী করা হতে বিরত ছিল না।

অতঃপর, উপনিবেশিক শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ একটি বিপ্লবী কাজ নয়। কারণ, ইহা পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন পদ্ধতি বিলোপের নিমিত্তে, পুঁজিতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নয়, বরং পুঁজিপতি শ্রেণীর শক্তিধর সেকসন এর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিহার করতে ওদেরকে বহিরাগত বা দখলদার আখ্যায়িত করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা করায়াত্ত্বে রাখার মাধ্যমে কলোনীর পুঁজিপতিদের সংকীর্ণ স্বার্থ প্রসারণে; এবং নতুনভাবে গঠিত রাষ্ট্রের শাসনের মাধ্যমে অতঃপর, শ্রমিকদের সকল দুর্দশার কারণ পুঁজিতন্ত্রী পদ্ধতি সংরক্ষণ করার মাধ্যমে, শ্রমিক শ্রেণীকে দমন করণার্থে একটি প্রচেষ্টা। যাইহোক, একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের মাধ্যমে বৃদ্ধ পুঁজিতন্ত্রী সমাজ প্রতিস্থাপন করা ব্যতীত কোনো কিছুই বিপ্লব হিসাবে বিবেচনার যোগ্য নয়।

মুক্তির জন্য শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের মাধ্যমে জাতীয়তা অপসৃত হবে। অন্যদিকে, রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্র কিছুই নয় বরং পুঁজিতন্ত্র, অর্থাৎ শ্রম বাজারের অসীম ক্ষমতাধর কমান্ডার হচ্ছে রাষ্ট্র এবং বহু প্রতিষ্ঠানের মালিক হিসাবে অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র শ্রম শক্তির প্রত্যক্ষ ক্রেতা। যথার্থভাবেই, শ্রম বাজারে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই, তাই, রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রে দরাদরিতে শ্রমিকের কোনো ক্ষমতা নাই।

ইউ এস এয়ের তুলনায় ইউ এস এস আরে, শোষণের হার অনেক বেশী ছিল বলে রেকর্ড পত্রাদি দ্বারা প্রমাণিত।

খুবই মজার বিষয় হচ্ছে, ২য় বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আই এম এফ, যে পুঁজিতন্ত্রের স্বার্থের সেবা করছে বৈশ্বিকভাবে, এবং ইহার তিন মূল প্রতিষ্ঠাদের একজন ছিলেন গ্রেট লেনিনবাদী নেতা ষ্ট্যালিন; কিন্তু বহু লেনিনবাদী মোড়ল, নিদেনপক্ষে ইহার জন্যও ষ্ট্যালিনের বিরুদ্ধে নয়, যদিও তারা পুঁজিতন্ত্রী বিশ্বায়নের এই যুগে, যা গুরুত্বহীন সেই তথাকথিত " সাম্রাজ্যবাদের" বিরুদ্ধে। এমনকি লেনিনবাদী মোড়লেরা, সর্বশক্তিমান আই এম এফের ক্ষমতা ও কার্যাবলীও দেখছে না।

ইহা উল্লেখ্য, এই হচ্ছে পুঁজিতন্ত্র, যে আই এম এফ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্রকে ডিফ্যানক্ট করেছে। বস্তুত, আই এম এফের শাসনাধীনে,এমনকি, কোনো রাষ্ট্রের এমন কি ট্যাক্স ও ট্যারিফের নীতিগুচ্ছ নির্ধারণ ও স্থিরকরণের ক্ষমতা নাই। সুতরাং, জাতীয় রাষ্ট্র মৃত।

অতঃপর, আই এম এফের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উপনিবেশিক নীত অকার্যকর হয়ে যায়।

যাইহোক, শ্রম শক্তির ক্রেতা-বিক্রেতার বিরোধের ফল হচ্ছে সমাজতন্ত্র। সুতরাং, উৎপাদন উপকরণের সাধারণ মালিকানার দ্বারা পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন পদ্ধতিকে প্রতিস্থাপনের জন্য একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের জন্য দুনিয়ার শ্রমিকদের ঐক্য হচ্ছে প্রথম শর্ত।

না, সাধারণ মালিকানায় সকল সামাজিক কার্যাদি ও সকলের জন্য সামাজিক উৎপাদন সমন্বয় ও কম্যুনিক্যাট করার জন্য সকলের একটি বিশ্ব সমিতি ব্যতীত কোনো রাজনৈতিক দল বা রাষ্ট্র বা আই এম এফ প্রয়োজনীয় নয়। কারণ, এই সকল যন্ত্র ও হাতিয়ারাদি হচ্ছে শ্রেণী স্বার্থের নিমিত্তে এবং শ্রেণী শাসনের জন্য শ্রেণী হতে উদ্ভূত।

আবশ্যই, আন্ত:বিরোধ সহ দুনিয়ার পুঁজিপতি শ্রেণী আই এম এফের মতো তাদের বৈশ্বিক সংগঠনের মাধ্যমে একতাবদ্ধ। কিন্তু, শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে পুঁজিপতি শ্রেণীর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দুস্কর্ম ও নানান ষড়যন্ত্রের ফলে তারা একতাবদ্ধ নয় বরং জাতি, গোত্র ইত্যাদিতে বিভক্ত। লেনিনবাদ এগুলির অন্যতম।

নিঃসন্দেহে , পুঁজিপতি শ্রেণীর ঐতিহাসিক পরিণতি- শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক ভূতলস্তকরণ বৈ আর কিছু নয়, তা পরিহারে, দুনিয়ার শ্রমিকদের বিভাজনে লেনিনবাদ ছিল পুঁজিপতি শ্রেণীর দরকারী অস্ত্রাদির অন্যতম । কিন্তু, ব্যর্থ ।

অতঃপর, পুঁজিপতি শ্রেণী দাবী করছে যে ইহা হচ্ছে " বিশ্বায়নের" যুগ। নিশ্চয়ই,ইহা হচ্ছে পুঁজিপতি শ্রেণীর বেঁচে থাকারা জন্য বৈশ্বিক সংগঠন সমূহের নিয়ন্ত্রয়নের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী পুঁজি-পণ্যের মুক্ত যাতায়ত নিশ্চিতকরণে আবশ্যকীয় নীতিগুচ্ছ কার্যকরণে পুঁজির বিশ্বময় নিয়ন্ত্রণ।

এবং, নিশ্চয়ই, সংশ্লিষ্ট বৈশ্বিক সংগঠন কর্তৃক নির্ধারণকৃত নীতিগুচ্ছ, বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাষ্ট্রগুলো নিশ্চিত করবে সমগ্র পৃথিবীময় পুঁজি-পণ্যের মুক্ত প্রবাহ, অত:পর, বৈশ্বিক পুঁজির স্থানীয় এজেন্ট বৈ রাষ্ট্র আর কিছুই নয়। তদানুযায়ী, এসকল বৈশ্বিক

সংগঠনের দ্বারা ঔপনিবেশিক নীতি, যা ছিল পুঁজিতন্ত্রী বিকাশের অবিচ্ছেদ্য অংশ, ইহার উপযোগিতা ও কার্যকারীতা হারিয়েছে।

অতঃপর, কে জাতীয়তাবাদী পুঁজিপতি, বা দেশপ্রেমিক? পুঁজিপতি অথবা লেনিনবাদী মোড়ল? ইহা এক ডাহা মিথ্যা।

যদিচ, মন্দা পরিহারে চরম প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণীর সকল ক্রিয়াদি – শ্রমিক শ্রেণীর অগুণতি দুর্দশা ও ভয়ানক আঘাতের কারণ, তবে, পুঁজিপতিও মুক্ত নয় ক্ষয়-ক্ষতি হতে। সুতরাং, সমাজ পরিবর্তনের নিয়মকে অস্বীকার করে টিকে থাকতে পুঁজিতন্ত্রী শ্রেণীর সকল ক্রিয়াদি এক অসার অনুশীলন বৈ কিছুই নয়। কারণ, পৃথিবীর পুঁজি নিয়ন্ত্রণে ইতোমধ্যে ব্যর্থ হয়েছে আই এম এফ, তাই বর্তমান মন্দা চলমান। ২০১২ সালে, বিশ্বের মোট উৎপাদন ছিল ৳ ৭১.৬২ ট্রিলিয়ন এবং মজুত ৳ ৮৪.৮৭ ট্রিলিয়ন। ইহার প্রধান ফলাফলের একটি হচ্ছে, অন্যূন ৬০০ বিলিনিয়ার তাদের আংশিক পুঁজি হারিয়েছে এবং অনেক পুঁজিপতি ও পুঁজিতন্ত্রী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হয়েছে। ইহা হচ্ছে পুঁজিতন্ত্রী মালিকানার নেতিকরণের নেতিকরণ। চাকুরীচ্যুতি সমেত বহু দুর্ভোগ মোকাবেলা করছে শ্রমিক শ্রেণীও। সুতরাং, শ্রম অসন্তোষ চলমান। তাই, সেক্টোরিয়াল, স্থানীয়, জাতীয় ও মহাদেশীয় শ্রমিক আন্দোলন দৃশ্যমান।

নিশ্চয়ই, দুনিয়ার শ্রমিকদের পরস্পর যোগাযোগে অত:পর, ঐক্যবদ্ধকরণে, সুতরাং, দুনিয়ার শ্রমিক আন্দোলনসমূহ সমন্বয় সাধনে, আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই উপকারী। নিশ্চয়ই, ইহা পুঁজি, যে তার সঞ্চয়ন ও বাঁচার জন্য তার দ্রুত হতে দ্রুততর সঞ্চলনের জন্য তার মালিককে তার গোলাম হিসাবে বাধ্য করছে উৎপাদনের হাতিয়ারাদির বৈপ্লবীকরণে, কাজেই, নেট সমেত সকল আধুনিক প্রযুক্তি ও যোগাযোগের মাধ্যম উৎপাদনে। কিন্তু, ইহার ফলাফল হচ্ছে মন্দা। অতঃপর, পুন:পুন মন্দার পরিণতি- উৎপাদনের উপকরণের সামাজিকীকরণ। নিশ্চয়ই,একই কর্ম সাধনে অর্থাৎ উৎপাদন উপায়ের সামাজিকীকরণে একটি কমিউনিস্ট বিপ্লব আবশ্যকীয়।

সন্দেহাতীতভাবে, কমিউনিস্ট বিপ্লব হচ্ছে দুনিয়ার শ্রম শক্তি ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যেকার একটি বিশ্বযুদ্ধ, তবে পুঁজিপতি শ্রেণী কর্তৃক আরোপিত। অতঃপর, মুক্তির জন্য শ্রমিক শ্রেণী বল প্রয়োগে বাধ্য। কিন্তু ইহা হচ্ছে যুদ্ধের সমাপ্তি। কিন্তু, লেনিনবাদ এজন্য নয়। তাই, সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের দূষণ বৈ লেনিনবাদ কিছুই না, তদান্তরে, ইহা হচ্ছে অপচয়িত পুঁজিতন্ত্রের আশ্রয়। সুতরাং, কমিউনিস্ট সমাজ কর্তৃক মরণাপন্ন পুঁজিতন্ত্র প্রতিস্থাপন করতে একটি কমিউনিস্ট বিপ্লব , যা শুধু একা শ্রমিক

শ্রেণীর কাজ, তা সাধনে দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে ঐক্যবদ্ধকরণে কমিউনিস্ট আন্দোলন পুনর্নির্মাণে একটি কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে লেনিনবাদ প্রত্যাখ্যান করা অপরিহার্য শর্ত।

(বি) একটি কমিউনিস্ট পার্টি গঠন ব্যতীত বিকল্প নাই:

প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থে খুবই ক্ষমতাধর আই এম এফ সমেত বহু বৈশ্বিক সংগঠন আছে। কিন্তু, পুঁজিপতি শ্রেণীকে বৈশ্বিকভাবে মোকাবেলা ও লড়াই করার জন্য শ্রমিক শ্রেণীর একটি পার্টি নাই। নিশ্চয়ই, এই হচ্ছে পুঁজিপতি শ্রেণী যে আই এম এফ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রমিকদের সামনে একটি জীবন্ত নজির স্থাপন করেছে যে, লড়াই ও শেষ যুদ্ধে বিজয়ী হতে দুনিয়ার শ্রমিকদের একটি সিংগেল পার্টি আবশ্যকীয়।

যদিও, প্রথম আন্তর্জাতিক যখন প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, তখন পুঁজিতন্ত্রী শ্রেণীর কোনো বৈশ্বিক সংগঠন ছিল না। যাহোক, প্যারী কমিউনের পতনের পর পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণে –তিন সম্রাটের সকল ক্ষমতা ব্যবহার করে শ্রমিকদেরকে দমন করতে গঠিত হয়েছিল তিন সম্রাটের লীগ। কিন্তু, শুধু ব্যর্থই নয়, বরং ইহা রাষ্ট্রের স্বাধীন ক্ষমতাও ক্ষুন্ন করেছে।

পরবর্তীতে, ২৮ জুন, ১৯১৯ সালের ভার্সাই চুক্তি মোতাবেক গঠিত হয়েছিল লীগ অব ন্যাশন্স। যুদ্ধের পরিসমাপ্তি সাধনে, যুদ্ধ পরিহারে ও যুদ্ধ ছাড়া পুঁজিপতি শ্রেণীর শান্তি বজায় রাখতে; এবং ইহার সম্পূরক সংগঠন ইন্টারন্যাশনাল লেবর অফিসের মাধ্যমে বৈশ্বিকভাবে শ্রমিকদেরকে দমন করার নিমিত্তে এটি ছিল প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ বিজয়ীদের একটি প্রয়াশ।

কিন্তু ব্যর্থ । আবার, ইউ এন বা আই এম এফ গঠিত হয়েছে কিন্তু ইতোমধ্যে ব্যর্থ হয়েছে। সুনিশ্চিতভাবে ঠিক, এই সব ব্যর্থতা দ্বারা পুঁজিপতি শ্রেণী প্রমাণ করেছে যে, তার বাঁচার জন্য তার নিজের কাজের গতিতেই তার ঐতিহাসিক স্থান গ্রহণ করা ছাড়া কোনো বিকল্প নাই। তবে এমনকি, উৎপাদন ও বিনিময়ের উপায়ের সেই বিকাশ ও শ্রমিক শ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা, যা ইহার অদৃশ্যায়নের কারণ, তা স্বীকারে ইহার ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা অস্বীকার করে টিকে থাকার জন্য ইহা যতোই চেষ্টা করুক, কোনো কিছুই ইহাকে রক্ষা করতে পারবে না।

কিন্তু, পুঁজিপতি শ্রেণী কখনো স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিলুপ্ত হবে না। পুঁজিপতি শ্রেণীকে বাতাসে নিক্ষেপ করতে একটি জবরদস্তি ক্রিয়া দরকার। কিন্তু, দুনিয়ার শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধকরণের মাধ্যমে এরকম ক্রিয়া সাধনে শ্রমিক শ্রেণীর কোনো সমিতি নাই।

অতঃপর, একই কর্ম সাধনে একটি কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা ও আবশ্যকীয়ভাবে আবশ্যকীয়। তাই, ব্যক্তিগত-রাষ্ট্রিক ও করপোরেট সম্পত্তিকে সাধারণ সম্পত্তিতে রূপান্তরের মাধ্যমে পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন পদ্ধতিকে অদৃশ্যায়ন হবে পার্টির এক নম্বর দাবী ও কর্মসূচি। সুনিশ্চিতভাবে, একই সময়ে উত্তরাধিকারের সকল প্রকার অধিকার বিলোপ করা হবে। ১ নম্বর দাবীটি শ্রমিক শ্রেণীর ও ইহার সকল আন্দোলনের সামনে নিয়ে এসে একই লক্ষ্যে কেবলমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থে কাজ করবে পার্টি।

সুতরাং, একই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের জন্য একটি কমিউনিস্ট পার্টি কেবলমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি, এবং নিশ্চিতভাবেই, ইহা বৈশ্বিক পার্টি। সন্দেহাতীতভাবে, পার্টির প্রত্যেক সদস্য সমানভাবে মর্যাদাবান, তাই, সমানভাবে দায়িত্ববান ও কর্তব্য পরায়ন, অতঃপর, প্রত্যাহার শর্তাধীনের পার্টির যে কোনো পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও তা গ্রহণে প্রত্যেকে যোগ্য। সুতরাং, কমিউনিস্ট হিসাবে কমিউনিস্ট বিপ্লবের জন্য একটি কমিউনিস্ট পার্টিতে অবস্থানকারী কেহই নয় - গ্রেট বা অর্ডিনারী; নেতা বা অনুসারি; গুরু বা শিষ্য ; বীর বা ভীতু; রক্ষক বা দুর্গত ইত্যাদি ইত্যাদি , বরং সকলেই মুক্তির জন্য মুক্তিযোদ্ধা। কাজেই, ইহা হচ্ছে মুক্তি ও স্বাধীনতার প্রেমিক ও বন্ধুদের এক বৈষম্যমুক্ত পার্টি। সুতরাং, ইহা হচ্ছে কমিউনিস্ট বিপ্লবী অভিব্যক্তির এক ভান্ডার, তাই দুনিয়ার শ্রমিকদের আশা। পার্টির ক্রিয়া-কর্মের মাধ্যমে দুনিয়ার শ্রমিকেরা ক্রমান্বয়ে ঐক্যবদ্ধ হবে, তাই, শ্রেণী হিসাবে গঠিত একটি শ্রেণী হিসাবে, ইহা মানবজাতির ভবিষ্যতের জন্য একমাত্র ভবিষ্যত আশা হিসাবে বিবেচিত হবে,বস্তুতই, এই শ্রেণী যা। নিশ্চয়ই, শ্রমিক শ্রেণী কেবল নিজেকেই নয়, বরং মুক্ত করবে সমগ্র মানব সত্ত্বাকে। অতঃপর, ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক শ্রেণী এবং তার পার্টি- কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে সকলের সর্বাধিক ভালো আশার উৎস।

ইহা হচ্ছে কমিউনিজমের নীতিগুচ্ছ দ্বারা স্বয়ং-নিয়মানুবর্তিত একটি পার্টি। সুতরাং, পার্টিটির সভ্যও স্বয়ং-নিয়মানুবর্তিত। ভারাবনত সংখ্যাগরিষ্ঠের ঐক্যবদ্ধ মতামত স্ব স্ব ফোরামে সকলের জন্য সিদ্ধান্ত হিসাবে বিবেচিত হবে।

একই উদ্দেশ্যে ইহার সহিত কাজ করতে , তদান্তরে সর্বাধিক প্রয়াশের মাধ্যমে পার্টির স্বার্থ সাধন-যত্নে আগ্রহী যে কেউ ইহার সভ্যপদের জন্য যোগ্য।

সবশেষে, একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের মাধ্যমে নিজ লক্ষ্য হাসিলের পর স্ব-বিলোপনের মাধ্যমে কমিউনিস্ট পার্টিটি তার নিজ চূড়ান্ত, সুতরাং তার ঐতিহাসিক স্থানে ঠাঁই নিবে।

(সি) একটি ঘোষণা:

কমিউনিস্ট আন্দোলন পুনর্গঠনে সীমাবদ্ধতা সমেত কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো এখনো সুযুক্তিপূর্ণ ও কার্যকরী। কিন্তু কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো সাধারণ্যে আসার পরে, ইতোমধ্যে, লেনিনবাদের জন্মদান সমেত বহু দুস্কর্ম সম্পাদন করেছে পুঁজিতন্ত্র। সুতরাং, কমিউনিস্ট বিপ্লব দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নতুন সমাজ কর্তৃক বাস্তবায়নে একটি সংশোধিত প্রাথমিক কর্মসূচি সহ কমিউনিস্ট বিপ্লবের জন্য পার্টির করণীয় ও কর্তব্য স্থির ও নির্ধারণে মরণাপন্ন পুঁজিতন্ত্রের আগাগোড়া পরিস্থিতি ও অবস্থাদি সংজ্ঞার্থ ও ব্যাখ্যাকরণে কমিউনিস্ট লীগ ও প্রথম আন্তর্জাতিকের নিয়মাবলী ও সিদ্ধান্তবলী পর্যালোচনা ও বিবেচনা করা সমেত সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের ভিত্তিতে পার্টির একটি ঘোষণা আবশ্যক।

মূল কথা:

পণ্য:বিক্রির জন্য একটি উৎপন্ন দ্রব্য; এবং ইহার উপাদান হচ্ছে বস্তু (প্রাকৃতিক সম্পদ) ও শ্রম। প্রাকৃতিক সম্পদের মূল্য নাই। সুতরাং, পণ্যের মূল্য হচ্ছে শ্রম, তাই, মূল্য হিসাবে, একটি পণ্য হল ঘনীভূত শ্রম–সময়ের নির্দিষ্ট পরিমাণ মাত্র।

শ্রম: মূল্য উৎপন্নে শ্রম শক্তির ক্রিয়া। অর্থাৎ শ্রম হল মানুষের শ্রম শক্তির ব্যয়; অতঃপর, ইহা পণ্য মূল্য সৃষ্টি ও গঠন করে।

শ্রম শক্তি: মস্তিষ্ক, স্নায়ু, পেশী প্রভৃতির উৎপাদনশীল ব্যবহার অর্থাৎ একজন মানুষের মধ্যে বিদ্যমান সে সব মানসিক ও শারীরিক ক্ষমতাসমূহের সমগ্রতা, যা সে প্রয়োগ করে যখনই সে কোন ধরণের ব্যবহার মূল্য উৎপন্ন করে।

উৎপাদনের উপায়: শ্রমের হাতিয়ার ও শ্রম প্রয়োগের বিষয়বস্তু উভয়ে।

পণ্যের মূল্য: ইহার উৎপাদনে ব্যয়িত সামাজিক শ্রমের বাস্তব রূপ।

মূল্য: শ্রম।

দাম: একটি পণ্যে বাস্তবায়িত সামাজিক শ্রমের পরিমাণের নিছক অর্থ নাম ।

উদ্বৃত্ত–মূল্য: মূল্য ও মজুরির বিয়োগফল। মুনাফা, সুদ বা খাজনা হচ্ছে ইহার রূপ। অন্যভাবে, ইহা হল পণ্যের অপরিশোধিত অংশ।

মজুরি: শ্রম শক্তির মূল্য, যা হচ্ছে শ্রমিকের ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজনীয় জীবনোপায়ের মূল্য। অর্থাৎ শ্রম শক্তি উৎপাদনের খরচ।

পুঁজি: অপরিশোধিত শ্রম। ইহা একটি যৌথ উৎপন্ন, কিন্তু ইহার সত্ত্বাধিকারীত্ব হচ্ছে ব্যক্তিগত, তাই ইহা কেবলমাত্র অযথার্থ, অন্যায়, অন্যায্য, ন্যায়বিরুদ্ধ ও অযৌক্তিকই নয়,বরং ইহা একটি স্ববিরোধী জিনিষ।অতঃপর,পুঁজিরঅস্তিত্বের শর্তে পুঁজি বিলুপ্ত হবে। সুতরাং, পুঁজি উভয় সংকটে আছে।

শোষণ: শ্রম চোষা।

শ্রমিক: বেঁচে থাকার নিমিত্তে শ্রম শক্তির বিক্রেতা; পুঁজিপতি শ্রেণীর প্রোডাক্ট।

পুঁজিপতি: বিনিময় ও উৎপাদন উপায়ের মালিক হিসাবে শ্রম শক্তির ক্রেতা।

পুঁজির অস্তিত্বের শর্ত: পুনরুৎপাদন ও সঞ্চালন।

মন্দা: পুনরুৎপাদনের ফলাফল, সুতরাং মজুত অর্থাৎ উৎপাদন উপায়ের বিদ্রোহ।

মন্দার ফলাফল: সব শেষে কমিউনিস্ট বিপ্লব এবং যুদ্ধ সমেত বহু, অত:পর, পুঁজিতন্ত্রী মালিকানার নিরাকরণের নিরাকরণ, **তাই কমিউনিজম।**

কমিউনিস্ট: কমিউনিজমের জন্য কমিউনিস্ট বিপ্লবী।

একজন পুঁজিতন্ত্রী : যে মজুরির পক্ষে।

একজন কমিউনিস্ট: যে মজুরির বিরুদ্ধে।

অত:পর, মজুরি হচ্ছে সমাজতন্ত্র ও পুঁজিতন্ত্রের মধ্যেকার ফারাক তফাতিকরণে প্রধান উপাদানগুলোর অন্যতম একটি। কারণ, মজুরি থাকলে শোষণ থাকে, তাই, ইহা পুঁজিতন্ত্র, কিন্তু মজুরি মুক্ত একটি সমাজ হচ্ছে শোষণ মুক্ত, সুতরাং ইহা সমাজতন্ত্র।

সুতরাং, লেনিন হতে সেভেজ, কেহই কমিউনিস্ট নয়। কারণ, তারা সকলেই ছিলেন মজুরির পক্ষে। কাজেই, তারা শোষণের পক্ষে। সুতরাং, তারা ছিলেন পুঁজিতন্ত্রের সেবক।

উপনিবেশিক নীতি: পুঁজিতন্ত্রী বিকাশের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাই স্থানীয় ও স্ব-নির্ভর অর্থনীতিকে পরাজিতকরণের মাধ্যমে একটি পুঁজিতন্ত্রী দুনিয়া সৃজনে বিপ্লবী।

জাতিসমূহের স্বয়ং-নিয়ন্ত্রণের অধিকার: পুঁজিতন্ত্রের বৈশ্বিক জালের অধীনে সকল জাতি আন্যোন্য-নির্ভরতা অস্বীকার ও বিরোধীতা করা । অসম্ভব। সুতরাং,একটি ডাহা মিথ্যা।

জাতীয় স্বাধীনতা: স্ব-নির্ভর অর্থনীতিতে ফেরা। উদ্ভট। সুতরাং একটি কল্পকথা।

রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্র: চরম স্বৈরতন্ত্র সহ সম্পত্তির রাষ্ট্রীয়করণের মাধ্যমে বাজারের উপর নিরংকুশ নিয়ন্ত্রণ।

আই এম এফ: পুঁজিতন্ত্রী স্বার্থেরপক্ষে বিশ্ব অর্থনীতির শাসক। লেনিনবাদী মোড়ল ষ্ট্যালিন সমেত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ীগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

আই এম এফের শাসনের ফলাফল-

(এ) উপনিবেশিক নীতি: অকার্যকরী; **(বি) রাষ্ট্র:** ডিফ্যানক্ট; এবং **(সি) জাতীয় রাষ্ট্র:** মৃত।

ডব্লিউ টি ও : বৈশ্বিকভাবে, পুঁজি ও পণ্যের, অবাধ গতায়তের জন্য। রাষ্ট্রগুলোর হচ্ছে ইহার স্থানীয় এজেন্ট।

জাতীয়তা ও দেশ: শ্রমিকের নাই। তবে জয় করার জন্য তাদের আছে একটি পৃথিবী।

দেশপ্রেম: আবেগপূর্ণ মোহ, কিন্তু, ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রেম হতে উদ্ভূত।

মিথ ও মিথোলজী: প্রভুদের পরজীবীতার স্বার্থে, দাসদেরকে দাস হিসাবে ব্যবহার করতে, অতঃপর, জীবন, ধরিত্রী, মহাবিশ্ব, ইত্যকার বিষয়ে কতিপয় বানোয়াটি গল্প দ্বারা দাসদেরকে অবদমন করণার্থে -প্রভুদের দ্বারা সৃজিত, প্রভুদের রাজনীতি, তাই ভুয়া, কিন্তু বিশ্বাস, তদান্তরে অবৈজ্ঞানিক, সুতরাং, বাতাসে নিঃশেষিত হবে।

বিজ্ঞান: প্রকৃতির নিয়মাবলী, কাজেই, বাস্তবতা ও ক্রিয়াশীল, সুতরাং, জয়লাভ করবে।

পুঁজিতন্ত্র: একটি সমাজ–

(এ) বৈশ্বিক তবে রাজনৈতিক সীমারেখা সমেত নানান বিষয় দ্বারা বিভক্ত; (বি) পণ্য উৎপাদন; (সি) পণ্যের ক্রয়–বিক্রয়; (ডি) মজুরি শ্রম; (ই) পুঁজিতন্ত্রী স্বার্থে ব্যক্তিগত, রাষ্ট্রিক ও করপোরেট সম্পত্তি; (এফ) ভিত্তি হচ্ছে সক্রিয় বিরোধীতা ;(জি) শ্রেণী, শ্রেণী শাসন ও শ্রেণী বিরোধ ও সংগ্রাম, তাই, জেন্ডার সমেত নানান বৈষম্য অপরিহারযোগ্য; (এইছ) শ্রেণী স্বার্থে বিভিন্ন ইন্সট্রুমেন্ট যেমন, রাজনৈতিক দল, এন জি ও, রাষ্ট্র, এবং আই এম এফ সমেত বৈশ্বিক সংগঠনসমূহ; (আই) অনোৎপাদনশীল পেশা; (জে) পরজীবী; (কে) অপরাধ ও সাজা; (এল) অর্থনৈতিক নৈরাজ্য; (এম) অনিশ্চয়তার নিশ্চয়তা; (এন) অশান্তি; (ও) কেউ মুক্ত নয়, বরং, পুঁজির গোলাম হচ্ছে খোদ পুঁজিপতি; (পি) সর্ব নিম্ন ইউনিট হচ্ছে পরিবার; এবং (কিউ)শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক পুঁজিপতি শ্রেণী ভূতলস্ত হয়ে ইহা বিলুপ্ত হতে , পুঁজির বেঁচে থাকার শর্তে অদৃশ্যায়নের জন্য স্বয়ং–ধ্বংসের নিমিত্তে শ্রমিক সমেত খুঁটি ও হাতিয়ারাদির উৎপাদক। কাজেই, কমিউনিজম কর্তৃক পুঁজিতন্ত্রের প্রতিস্থাপন অপরিহারযোগ্য। সুতরাং, ইহা হচ্ছে কমিউনিজমের ভিত্তি, একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের মাধ্যমে যা অবশ্যসম্ভাবী।

সমাজতন্ত্র: একটি সমাজ–

(এ) বৈশ্বিক তবে মানুষ সৃষ্ট সীমানা মুক্ত, তাই, বিশ্বটি হচ্ছে একটি সিংগেল ইউনিট; (বি) প্রয়োজনীয় জিনিষ উৎপাদন; (সি) বেচা–কেনা নাই; (ডি) মজুরি নাই, তবে সকলেই শ্রমিক; (ই) সাধারণ স্বার্থে সাধারণ সম্পত্তি; (এফ) ভিত্তি হচ্ছে সহযোগিতা; (জি) শ্রেণী নাই, তবে সকলের সমান মর্যাদা সহ একটি সিংগেল মানব সত্ত্বা, সুতরাং, বৈষম্য নাই, তাই বন্ধুত্ব ও ভালোবাসাময় সম্পর্ক; (এইছ) সকলের জন্য, সকলের দ্বারা সকলের কেবলমাত্র একটি সমিতি; (আই) অনোৎপাদনশীল পেশা নাই; (জে) পরজীবী নাই; (কে) অপরাধ নাই, তাই সাজা নাই; (এল) সকলের জন্য সকলের দ্বারা পরিকল্পিত অর্থনীতি; (এম) অগ্রগতি সমেত নিশ্চয়তা; (এন) চিরন্তন শান্তি; (ও) মিলন সমেত যে কোনো কিছু করতে সকলেই মুক্ত; (পি) নিম্নতম ইউনিট হচ্ছে ব্যক্তি; এবং (কিউ) মৃত্যুকে প্রতিহতকরণে চির সবুজ স্বাস্থ্য সমেত প্রকৃতি বিজয়ে বৈজ্ঞানিক মানব সত্ত্বার স্রষ্টা।

কমিউনিস্ট বিপ্লব: দুনিয়ার শ্রম শক্তির ক্রেতা-বিক্রেতার বিরোধের শীর্ষবিন্দু। তাই ইহা একটি বৈশ্বিক তবে এযাবৎ কালের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা।

কমিউনিস্ট পার্টি: একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের জন্য দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে সমানভাবে মর্যাদাশীল সভ্যদের সমন্বয়ে শ্রমিক শ্রেণীর একটি পার্টি, তাই বৈশ্বিক, তবে বিলুপ্ত হবে।

কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো: একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের নিমিত্তে কমিউনিস্ট লীগের জন্য মার্কস ও এ্যাংগেলস কর্তৃক লিখিত একটি ঘোষণা। পরবর্তীতে ইহা চুরি ও বিকৃত হয়েছে, তবে, কমিউনিস্ট আন্দোলন পুনর্গঠনে সীমাবদ্ধতা সমেত এখনো সুযুক্তিপূর্ণ ও কার্যকৃত।

লেনিনবাদ: সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের দূষণ, তাই ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিতন্ত্রের আশ্রয়।

সুতরাং, কমিউনিস্ট আন্দোলন পুনর্গঠনের জন্য লেনিনবাদ প্রত্যাখ্যান করা অপরিহারযোগ্য শর্ত। অত:পর, একটি হালনাগাদী ঘোষণা সহ একটি কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে এক ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা।

শাহ্ আলম
ঢাকা, ৩০ মার্চ, ২০১৩।

ইনফরমেশন সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স ফ্রিডম কর্তৃক প্রকাশিত

Web-site: www.icwfreedom.org
e-mail: whatandwhy2@hotmail.com>
icwfreedom@gmail.com>
shahalam2012@facebook.com.
On line group: https://www.facebook.com/groups/whatandwhy2/
https://www.facebook.com/groups/What.Why/>
https://www.facebook.com/groups/COMMUNIST.REVOLUTION.UNIVERSAL/
https://www.facebook.com/groups/forcommunism/
https://www.facebook.com/groups/COMMUNIST.PARTY.GLOBAL/
Page:
https://www.facebook.com/www.icwfreedom.org

Mob: (880) +01715345006; and 01675216486.